প্রশ্ন 1 ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মত অনুসরণ করে সত্তার প্রকৃতি বা স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্তার প্রকৃতি বা স্বরূপ

প্রত্যেক দার্শনিক জগতের মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করতে চান। যার সাহায্যে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করেন, সত্তার মাপকাঠি নির্ণয় করেন, সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করেন। যেমন, অদ্বৈতবেদান্তী শংকরাচার্যের মতে, নির্গুণ ব্রহ্মই হল মূল তত্ত্ব, যেখান থেকে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি হয়। নিত্যতাই হল সত্তার মাপকাঠি। তাই ব্রহ্ম নিত্য বলে সৎ, জগৎ ব্যাবহারিক জীব এবং ঈশ্বর অনিত্য বলে মিথ্যা। ঋষি অরবিন্দের মতে, যা অস্তিত্বশীল তাই সৎ। যা সৎ তারই সত্তা আছে। সত্তা হল শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা। সত্তা সকল ক্রিয়ার ভিত্তি। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর হল মূলসত্তামূল তত্ত্ব। এই ঈশ্বর থেকে জগৎ, জীবন, মন, প্রাণ, মানুষ সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছে। তাই সব কিছুরই সত্তা আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে মূল সত্তার প্রকৃতি ও মূল সত্তা থেকে জাত জড়জগৎ ও মানবজগতের ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু সত্তার প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মত অনুসরণ করে সত্তার প্রকৃতি বা স্বরূপগুলি হল—

[1] **মূল সত্তা:** শ্রীঅরবিন্দের মতে, মূল সত্তা হল এক, তা হল শুদ্ধসত্তা, ব্রহ্ম। আর এই বহ্ম হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আনন্দের জন্য, লীলা খেলার জন্য অবরোহ পদ্ধতিতে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগতের মধ্যে

Scanned with CamScanner

নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মের মধ্যে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগৎ সব কিছু সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। সব কিছুর সমন্বয়ের ঐক্য সত্তা হল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। এর অর্থ ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম চৈতন্য শক্তিবিশিষ্ট এবং ব্রহ্ম পরম আনন্দময়। এ ছাড়াও বলা যায়, ব্রহ্ম সামান্য, অসীম, অখণ্ড, সকল শক্তির আধার, দেশকালাতীত, অনির্বচনীয়, নিরপেক্ষ, স্বনির্ভর ও আধ্যাত্মিক সত্তা।

[2] **শুদ্ধসত্তা ব্রহ্ম চিৎশক্তিবিশিষ্ট:** শুদ্ধসত্তা পরম ব্রহ্ম জড় নয়, স্বরূপত চেতন চেতনের ধর্ম গতি ও ক্রিয়া গতি ও ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তি। তাই শুদ্ধ সত্তা পরম ব্রহ্মের মধ্যে অনন্ত শক্তি আত্মকেন্দ্রিভূত হয়ে সুপ্তাবস্থায় শান্ত হয়ে আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তপোবলে যে-কোনো সময় এই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টিকার্য শুরু করতে পারে। সুতরাং, সত্তার মধ্যে শক্তি ও গতি নিহিত। শক্তি ও গতির ভিত্তি হল শুদ্ধ সত্তা ব্রহ্ম। সুতরাং, শুদ্ধসত্তা ব্রহ্ম এবং গতি ও শক্তি অভিন্ন।

[3] **শুদ্ধ সত্তা ব্রহ্ম সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়ই:** ব্রহ্মের শান্ত ও চঞ্চল দুটি অবস্থা। চিৎশক্তি যখন কেন্দ্রিভূত হয়, তখন ব্রহ্ম শান্ত। এই অবস্থায় কোনো সৃষ্টি হয় না। তপোবলে ভগবান শান্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হন। তখন তাঁর শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার ভগবান তপোবলে সক্রিয় হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। উভয়ই পরমসত্তার ব্রহ্মের দুটি অবস্থা মাত্র।

[4] **শুদ্ধসত্তা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ:** ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। পরম ব্রহ্ম আনন্দের জন্য, লীলাখেলার জন্য নিজেকে বহুরূপে, জীবজগৎরূপে, জড়জগৎরূপে, মানবজগৎরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই সৃষ্টিতে আনন্দ আছে, জগতে আনন্দ আছে। আনন্দ সর্বত্র, কারণ সবই পরমব্রহ্মের প্রকাশ। পরম ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। পরম ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন, সৃষ্টি যদি আনন্দময় হয় তবে জগতে এত দুঃখ অমঙ্গল কেন?

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মঙ্গল ও অমঙ্গল মানুষের সৃষ্টি। মানুষের কাছে আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা অমঙ্গল অন্যজনের কাছে তা মঙ্গল। মানুষের কাজে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হলে তা দুঃখ বা অমঙ্গল। মানুষের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে, অতিমানসের স্তরে কোনো বাধা থাকে না। তাই কোনো অমঙ্গল বা দুঃখ থাকে না। তাই সর্বোচ্চ সত্তাতে কোনো অমঙ্গল, দুঃখ থাকতে পারে না। তাই সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্ম মঙ্গলময়, কল্যানময়, আনন্দময়।

[5] **শুদ্ধসত্তা ব্রহ্ম অতিমানসসত্তা:** ব্রহ্ম চেতন,এই চেতনা বিশ্বচেতনা। এই বিশ্বচেতনাকে শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসসত্তা বলেছেন। অতিমানস অখণ্ড, সমগ্র সত্য। অতিমানস হল পরমসত্তা ব্রহ্মের সৃজনী শক্তি। এই শক্তি অতিমানসসত্তা থেকে মন সৃষ্টি হয়েছে।

[6] **জড়জগতের সত্তা:** অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য বলেছেন, জড়জগৎ মায়ার সৃষ্টি। মায়া জড় জড়জগৎ মিথ্যা, তাই পারমার্থিক দৃষ্টিতে জড়জগতের কোনো সত্তা নেই। কিন্তু অরবিন্দ বলেন, জগৎ বাস্তব, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সত্য। তাই তার সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম মায়াশক্তির সাহায্যে আনন্দের জন্য, লীলার জন্য মানসিক স্তরে নিজের মানস চেতনায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও আনন্দের বিষয় হওয়ার জন্য বিষয়ের ভিত্তি হিসেবে নিজেকে জড় ও জড়জগৎরূপে ও বহুরূপে প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং, জড়ের মধ্যে বিশ্বচেতনার প্রকাশ, জড় ও চেতনা পরস্পরবিরুদ্ধ নয় একই পরমসত্তার দুই অবস্থা মাত্র। তাই জড়জগৎ মিথ্যা নয়। এর প্রকৃত সত্তা আছে।

[7] **ঈশ্বর ও মায়া সত্য:** শংকরাচার্যের মতে, নির্গুণ ব্রহ্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়া উপচারিত হলে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরে পরিণত হন। ঈশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে পারমার্থিক

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও মায়া উভয়ই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাই ঈশ্বর ও মায়ার প্রকৃত কোনো সত্তা নেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, পরমব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। এই ঈশ্বর নির্গুণ নয়, সগুণ। মায়া তাঁর সৃজনশক্তি। তিনি এই শক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বর ও মায়া উভয়ই সত্য। অরবিন্দ জগৎসৃষ্টিকারী মায়াকে দিব্যমায়া বলেছেন।

[৪] **মানবসত্তা:** ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। তিনি মানুষের মধ্যে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। এই জীবাত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন নয়। মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে জীবাত্মার বিবর্তন হয় না। তবে দিব্যজ্ঞানের আলোকে মানুষের বিবর্তনের গতিপথ আলোকিত হয়। একে দিব্যআত্মা বলা হয়।

জীবাত্মার প্রতিভূ হল চৈতন্য পুরষ। এই চৈতন্য পুরুষ সুস্থ দেহ। এই দেহ মনোময় সত্তা, এই মনোময় সত্তা জন্মজন্মান্তরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে পুষ্ট হতে থাকে। চৈত্য পুরুষ মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে উত্তীর্ণ হয়। তাই এর জন্ম-মৃত্যু নেই।

জীবাত্মা ও চৈতন্যপুরুষের আধার হল দেহ। দেহ জড় ও প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য। জন্মমৃত্যুর অধীন। দেহ জন্মজন্মান্তরে গমন করে না। তবে মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে দেহের উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। ফলে জড় শরীর হয়ে উঠবে পরম চিৎ পুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

সুতরাং মানুষ জীবাত্মা, চৈতন্যপুরুষ ও দেহ নিয়ে গঠিত হয়।

মূল্যায়ন: সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের মতে, পরম ব্রহ্ম মূল সত্তা হলেও তার থেকে সৃষ্ট জড়জগৎ। মানবজগৎ সত্য এবং এই সৃষ্টি কার্যে সহায়ক মায়াও সত্য। এরা বহুরূপে প্রকাশিত হলেও স্বরূপত বহুর মধ্যে একত্ব বিরাজমান। তাহলে বলা যায় আধ্যাত্মিক সত্তা পরম ব্রহ্ম।

Scanned with CamScanner